সমকাল

তারিখ ... 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

চসিকের ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল
নিরাপত্তায় নজর দিন শিক্ষার আগে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) আওতাভুক্ত ৩৮টি স্কুলের কার্যক্রম চলছে মেয়াদোত্তীর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে– রোববার সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের এমন তথ্য আমাদের উদ্বিগ্ন না করে পারে না। দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে আবার ২০টি অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের মনে আছে, ২০১০ সালের নভেম্বরে চুয়েটের ভূমিকম্প প্রকৌশল ও গবেষণা কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক যৌথ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ওই জেলার অর্ধেকের বেশি সংস্কারবিহীন বিদ্যালয় ভবন নানা ঝুঁকিতে রয়েছে। অর্ধযুগেও যে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি, সমকালের এই প্রতিবেদন তার প্রমাণ। অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। চাইলেই বিদ্যালয় ভবনের বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায় না। কিন্তু তাই বলে শিক্ষার্থীরা এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আমরা মনে করি, এর মধ্য দিয়ে আসলে অবিমৃষ্যকারিতাই স্পষ্ট হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার আগে নিরাপত্তা জরুরি। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জনপদে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারবিহীন বিদ্যালয় ভবনগুলোর ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিতে বলি আমরা। পুরনো ভবন সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগও জরুরি। পুরনো ভবন সংস্কার এবং নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে যাতে অবহেলা ও নয়ছয় না হয়, সেদিকেও কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা জানি, বছরের শুরুতে বই পৌঁছানোর ব্যাপারে বর্তমান সরকার প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। কিন্তু খোদ বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ রেখে কোনো উদ্যোগই ফলপ্রসূ হতে পারে না। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে আসতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা কিংবা উন্নয়নকাজে কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার এক সর্বনাশা প্রবণতা সাম্প্রতিক দশকগুলোয় আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে। অথচ দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক সময় বেসরকারি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজে এখনও নিশ্চয় এমন ব্যক্তি রয়েছেন। প্রয়োজন আসলে উদ্যোগের। জনগুরুত্বপূর্ণ এ উদ্যোগ চসিক স্কুলগুলো থেকেই শুরু হোক।